যুব প্রবণতা

জুলাই ২০২৬

অনুতপ্ত হও। ফিরে এসো। গ্রহণ করো।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ!

ভূমিকা

আমার প্রিয় যুবক-যুবতীরা,

যীশু খ্রীষ্টের মহামূল্যবান নামে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা!

তোমরা, যুবক-যুবতীরা, সেই অন্তিম সময়ের পুনরুজ্জীবনের যোদ্ধা, যাদের ঈশ্বর তার রাজ্যের জন্য মহৎ কার্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করেছেন, তারা সকলেই বিজয়ীর মতো তাঁদের জীবন-দৌড় শেষ করতে পেরেছিলেন, কারণ তারা তাদের সমগ্র বিশ্বাসের যাত্রায় যীশুর ওপরই দৃষ্টি স্থির রেখেছিলেন।

আজও অনেকে ঈশ্বরের জন্য নিরলসভাবে দৌড়ে চলেছেন। যদিও তাদের শক্তি হয়তো অল্প, এবং পথ চলতে চলতে কখনও কখনও তাঁরা হোঁচট খান। তবুও তারা এগিয়ে চলেছেন, কারণ ঈশ্বর তাদের প্রতি তার করুণা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ এই দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছেন, আবার কেউ সম্পূর্ণরূপে থেমে গেছেন। এর প্রধান কারণ এই জগতের আকর্ষণ ও মোহ।

যারা পড়ে গেছে, তাদের প্রতি ঈশ্বর শাসন প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু তোমার প্রতি তিনি করুণা প্রদর্শন করেছেন। তাই, যদি তুমি সেই করুণায় অবিচল থাকো, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমার জীবনের ওপর অব্যাহতভাবে বিরাজ করবে।

শিমশন (Samson)
তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী একজন ব্যক্তি। কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত দর্শন ভুলে গেলেন, তাঁর অভিষেক হারালেন, এবং শেষ পর্যন্ত অন্যদের কাছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হলেন।

শলোমন (Solomon)
তিনি তার প্রজ্ঞার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে তিনি বিদেশি দেবতাদের অনুসরণ করলেন এবং তার হৃদয় প্রভুর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলেন।

দাউদ (David)
"উরিয় হিত্তীয়ের ঘটনার বিষয়টি ছাড়া, দাউদ তাঁর জীবনের সমস্ত দিন প্রভুর দৃষ্টিতে যা সঠিক ছিল তাই করেছিলেন এবং প্রভুর কোনো আদেশ অমান্য করেননি।"
— ১ রাজাবলি ১৫:৫

দাউদ তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বর প্রদত্ত করুণায় অটল ছিলেন। এর প্রধান কারণ ছিল তার আন্তরিক অনুতাপ। যদিও দাউদ একবার পতিত হয়েছিলেন, তিনি অনুতাপ করলেন, আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং ঈশ্বরের করুণায় স্থির থাকলেন।

তোমাকেও পাপের জন্য মরতে এবং ধার্মিকতার জন্য বাঁচতে আহ্বান করা হয়েছে। তাই পিছনে ফিরে তাকিও না। যীশুর দিকে দৌড়াতে থাকো!

দাউদের মতো ঈশ্বরের করুণায় দৃঢ়ভাবে স্থির থাকো, এবং প্রার্থনা করি, যেন তুমি তোমার জীবন-দৌড় বিজয়ীর মতো শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে পারো।

"তার করুণায় গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, যীশুর ওপর তোমার দৃষ্টি স্থির রাখো, এবং তোমার জীবন-দৌড় শক্তির সঙ্গে সম্পন্ন করো।"

খ্রিষ্টের সেবায়,
মোহন সি. লাজারাস

যে কণ্ঠস্বর অন্ধকারকে জয় করেছিল!

সকল তরুণ কৃতী শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা!

জীবন সবার জন্য একই পথ বেছে দেয় না। কারও কাছে সুযোগ সহজেই আসে, আবার কারও সাফল্য আসে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাধা যত বড়ই হোক না কেন, যদি নিজের প্রতি বিশ্বাস তার চেয়েও বড় হয়, তবে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আজ আমরা এমন এক তরুণীর অনুপ্রেরণামূলক জীবনের গল্প জানব, যিনি এই সত্যকে নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন।

উত্তর প্রদেশের সারা মঈন জন্ম থেকেই নানা ধরনের চ্যালেঞ্জপূর্ণ জীবনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি শ্রবণপ্রতিবন্ধকতা, বাক্‌প্রতিবন্ধকতা এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন।

বিদ্যালয়ের জীবন তাঁর জন্য কখনোই সহজ ছিল না। পাঠ বুঝে ওঠা, সহপাঠীদের সঙ্গে পড়াশোনা করা এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া—এসবই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কঠিন সংগ্রাম।

যে সংগ্রাম তাকে ভাঙতে পারেনি

কিন্তু এই সব সংগ্রাম তাকে ভেঙে দিতে পারেনি—বরং তাকে আরও শক্তিশালী মানুষে পরিণত করেছে। তার পরিবারের ভালোবাসা এবং শিক্ষকদের উৎসাহই ছিল তার সবচেয়ে বড় সমর্থন। একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে—"একদিন আমি অবশ্যই সফল হব"—সে তার পড়াশোনার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে শুরু করল।

যেখানে অন্যরা সহজেই কাজ সম্পন্ন করতে পারত, সেখানে প্রতিটি ছোট অর্জনের জন্য তাকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হতো। তবুও সে কখনও হাল ছাড়েনি। ধাপে ধাপে, অটল দৃঢ়তা নিয়ে সে তার স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

তারপর এলো গৌরবের সেই মুহূর্ত—২০২৬ সালের ISC দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৯৮.৭% নম্বর! এটি শুধু একটি ফলাফল নয়; এটি তার অশ্রু, ত্যাগ, সংগ্রাম, ধৈর্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির কণ্ঠস্বর। যখন পৃথিবী শুধুই তার সীমাবদ্ধতাগুলো দেখেছিল, তখন সে পৃথিবীকে তার শক্তির দিকে তাকাতে বাধ্য করেছিল। শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। পরিস্থিতি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। সুযোগ আসতে দেরি হতে পারে। কিন্তু যদি আপনার নিজের ওপর বিশ্বাস থাকে, তবে এমন কোনো উচ্চতা নেই যেখানে আপনি পৌঁছাতে পারবেন না। সারা তার জীবন দিয়ে এই সত্য প্রমাণ করেছে।

প্রিয় বন্ধুরা, সারার জীবন থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—জীবনে যা-ই হারান না কেন, কখনও আশা হারাবেন না। অনেক মানুষ সামান্য ব্যর্থতাতেই হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ সেই বাধাগুলোকেই সাফল্যের সিঁড়িতে পরিণত করে মহত্ত্বের শিখরে পৌঁছে যায়। সারাহ তাদেরই একজন।

আজ কি আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন? ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন?

তাহলে এখনই উঠে দাঁড়ান। অন্ধকার যত দীর্ঘই হোক না কেন, আলো অবশ্যই উদিত হবে। আপনি তখনই জ্বলজ্বল করতে পারবেন, যখন উঠে দাঁড়াবেন...

ঠিক সারার মতো!

অনুতাপ করুন... আপনি পুনর্গঠিত হবেন!

ইয়োব ২২:২৩ "যদি তুমি সর্বশক্তিমানের কাছে ফিরে আসো, তবে তুমি পুনরুদ্ধার হবে; আর যদি তোমার তাম্বু থেকে অন্যায় দূর করে দাও।"

আজ হয়তো আপনার জীবন, পরিবার, কর্মজীবন কিংবা কর্মক্ষেত্র ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সবকিছু যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, যেন সমস্ত আশীর্বাদ আপনার জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। হয়তো আপনি বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছেন—"আমি কি আবার উঠে দাঁড়াতে পারব?" "আমার জীবন কি আবার নতুন করে গড়ে উঠতে পারে?"

কিন্তু আজ আপনার জন্য প্রভুর বাক্য হলো—"আপনি যদি অনুতাপ করেন, তবে আপনি পুনরুদ্ধার হবেন এবং আপনার জীবন আবার গড়ে তোলা হবে!"

একবার ইন্দোনেশিয়ার একটি শহরে পরিচর্যা-সেবার উদ্দেশ্যে সফরে যাওয়ার সময়, আমার এক বড় বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

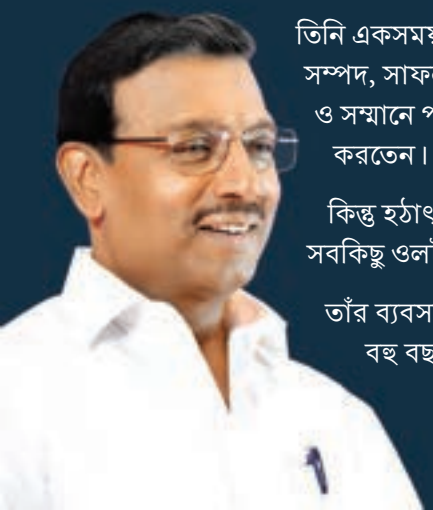

তিনি একসময় সম্পদ, সাফল্য ও সম্মানে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর জীবনের সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

তাঁর ব্যবসায় প্রচণ্ড ক্ষতি হলো। বহু বছরের পরিশ্রমে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটি ধসে পড়ল। একই সময়ে তিনি এক গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন। তাঁর আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেল। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটল। ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসা একেবারে ভেঙে পড়ল।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীও তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, এই সম্পর্ক আর চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সবকিছু হারালেন—ব্যবসা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার। তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন।

গভীর হতাশায় তিনি এমনকি নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। সেই ভগ্ন ও অসহায় মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললেন,

"আপনি যদি যীশুর কাছে ফিরে আসেন, তবে তিনি আপনার জীবন আবার নতুন করে গড়ে তুলবেন।"

এই কথাগুলো তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি বিশ্বাস করলেন এবং যীশু খ্রিষ্টের দিকে ফিরে এলেন।

এরপর তাঁর জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্তনের সূচনা হলো।

প্রথমে ঈশ্বরের শান্তি তাঁর অস্থির ও আশাহীন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করল। তারপর প্রভু তাঁকে স্পর্শ করলেন এবং তাঁর শারীরিক সুস্থতা ফিরিয়ে দিলেন। ধাপে ধাপে ঈশ্বর তাঁকে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু করার সুযোগ দিলেন।

এমনকি তাঁর পরিবারও পুনরুদ্ধার হলো। প্রভু তাঁর স্ত্রীর হৃদয় পরিবর্তন করলেন, এবং তারা আবার একত্রিত হলেন।

আজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা আনন্দ, শান্তি ও পুনরুদ্ধারের জীবনে বাস করছেন।

সব মিথ্যা পথ থেকে ফিরে এসে জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন।

আপনার পাপপূর্ণ জীবনযাপন পরিত্যাগ করুন এবং পবিত্র ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন।

ভুল পথ ত্যাগ করে সমস্ত হৃদয় দিয়ে যীশুর দিকে ফিরে আসুন।

শেষ বার্তা প্রিয় বন্ধুরা,

আজ হয়তো আপনার জীবন ক্ষতি, ব্যর্থতা, কষ্ট এবং ভেঙে যাওয়া স্বপ্নে পরিপূর্ণ। হয়তো আপনার মনে হচ্ছে—সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আজও যীশু আপনাকে আহ্বান করছেন—

"অনুতাপ করো... আমি তোমাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলব!"

আপনার জীবনে যদি এমন কিছু থাকে, যার জন্য অনুতাপ করা প্রয়োজন, তাহলে আজই যীশুর কাছে ফিরে আসুন।

যা ভেঙে গেছে, তা পুনর্গঠন করতে এবং যা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, তাকে আবার সৌন্দর্যে রূপান্তর করতে প্রভু সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং তাঁর শাসন!!

আজকের খ্রীষ্টীয় সমাজে আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের কেবল একটি দিকের ওপরই গুরুত্ব দিই—তাঁর প্রেম ও করুণার ওপর। আমরা তাঁকে একজন প্রেমময় ও দয়ালু পিতা হিসেবে দেখতে ভালোবাসি। হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রেম নিঃসন্দেহে বাস্তব; কিন্তু তাঁর শাসন ও ন্যায়বিচারও ততটাই বাস্তব।

যারা এর যোগ্য নয়, তাদের প্রতি ঈশ্বরের যে অযাচিত প্রেম প্রকাশিত হয়, তাকেই আমরা তাঁর অনুগ্রহ (Grace) বলি। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমময় বলে এই অর্থ নয় যে তিনি পাপকে সহ্য করেন। ঈশ্বর আলো, আর তাঁর মধ্যে কোনো অন্ধকার নেই (১ যোহন ১:৫)। যেমন অন্ধকার আলোর সামনে টিকে থাকতে পারে না, তেমনি পাপও পবিত্রতার উপস্থিতিতে স্থির থাকতে পারে না। যখন মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহের অপব্যবহার করে এবং পাপের জীবনেই চলতে থাকে, তখন তাঁর শাসন প্রকাশিত হয়।

দাউদ যখন নিজের পরিবারের কাছেই প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষিত হয়েছিলেন, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাঁকে ভেড়া চরানোর স্থান থেকে তুলে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল।

প্রভুর অনুগ্রহের কারণে, বহু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ঈশ্বর প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং উদ্ধার করেছেন।

ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন—

"আমি যিশয়ের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, একজন এমন মানুষ..." "...আমার মনের মতো একজন মানুষ; সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবে।" (প্রেরিত ১৩:২২)

দাউদ পাপ করার পর ঈশ্বর নীরবে তা উপেক্ষা করেননি। তিনি ভাববাদী নাথনকে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি দাউদের মুখোমুখি হয়ে তার পাপ প্রকাশ করেন।

"এখন থেকে তোমার বংশে কখনও তরবারি দূর হবে না, কারণ তুমি আমাকে তুচ্ছ করেছ এবং হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ।" (২ শমূয়েল ১২:১০)

ঈশ্বরের শাসনের ফলে দাউদের পরিবার কখনও দ্বন্দ্বমুক্ত ছিল না। এমনকি তাঁর নিজের ছেলেরাও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যার ফলে তাঁর জীবনে গভীর কষ্ট নেমে এসেছিল।

আজ অনেক তরুণ-তরুণী আধ্যাত্মিকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে, কারণ তারা ঈশ্বরের কেবল একটি দিকই জানে। ছোটবেলা থেকেই তারা শুধু ঈশ্বরের ভালোবাসার কথাই শুনে এসেছে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটি অসাবধান মনোভাব গড়ে ওঠে — "আমি যা-ই করি না কেন, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেই দেবেন।"

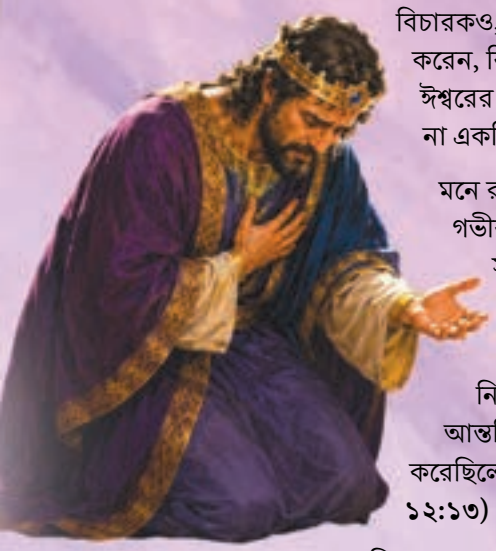

কিন্তু যখন আমরা সত্যিই বুঝতে পারি যে ঈশ্বর কেবল অনুগ্রহশীলই নন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারকও, তখন আমরা পবিত্রতার পথে চলতে শিখি। ঈশ্বর আপনার ভক্তিকে গ্রহণ করেন, কিন্তু পাপকে কখনও উপেক্ষা করেন না। আপনি যতই মনে করুন যে আপনি ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি, লুকানো অভ্যাস, অনৈতিক সম্পর্ক এবং গোপন পাপ একদিন না একদিন তাঁর সংশোধন নিয়ে আসবেই।

মনে রাখবেন, ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না। দাউদের পাপ প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং নাথনের কাছে স্বীকার করেছিলেন—"আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।" (২ শমূয়েল ১২:১৩)

সাধারণত মানুষ যখন নিজের ভুলের জন্য ধরা পড়ে, তখন নানা অজুহাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু দাউদ, রাজা হওয়া সত্ত্বেও, নিজের পাপ লুকাননি বা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। তিনি শুধু আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছিলেন। আর সেই কারণেই তিনি ঈশ্বরের করুণা লাভ করেছিলেন—**"সদাপ্রভু তোমার পাপ ক্ষমা করেছেন; তুমি মরবে না।" (২ শমূয়েল ১২:১৩)**

আপনি হয়তো মানুষের কাছ থেকে আপনার পাপ লুকাতে পারবেন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখা যায় না।

"যে নিজের পাপ গোপন করে, সে সফল হয় না; কিন্তু যে তা স্বীকার করে এবং পরিত্যাগ করে, সে দয়া লাভ করে।" (হিতোপদেশ ২৮:১৩)

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা!

যদি আপনি মনে করেন, "যীশু আমাকে ভালোবাসেন, আমি তাঁর সেবা করছি; তাই গোপনে পাপ করলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই," তবে আপনি নিজেকেই প্রতারিত করছেন।

আপনার পাপ যত বড়ই হোক না কেন, আপনার হৃদয় কঠিন করবেন না। দাউদের মতো যদি বিনয়ের সঙ্গে নিজের পাপ স্বীকার করেন এবং অনুতাপের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেন, তবে আপনি তাঁর অনুগ্রহে স্থির থাকবেন।

কিন্তু যদি তা না করেন, তবে আপনাকে তাঁর শাসনের সম্মুখীন হতে হবে।

চাপের মধ্যে

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছ? এই মাসের নিবন্ধের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। প্রথমেই, বিশ্ব যুব দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা! ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে অনন্য প্রতিভা ও সামর্থ্য দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে সেই প্রতিভা আবিষ্কার করে তা সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে, আবার অনেকে নিজেকে অযোগ্য মনে করে ভাবেন যে তাঁদের কোনো বিশেষ প্রতিভা নেই। কিন্তু ঈশ্বর চান, আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁর দেওয়া সেই বিশেষ প্রতিভাগুলো আবিষ্কার করি এবং তাঁর মহিমার জন্য সেগুলো ব্যবহার করি।

এবার চলুন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সম্মানিত শিল্পকলার দিকে নজর দিই—পাথর খোদাই শিল্প।

আপনি কি কখনও কোনো পাথরের ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন? অনেক জায়গায় আমরা নেতা, পশু, পাখি এবং বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের পাথরে খোদাই করা মূর্তি দেখতে পাই।

কিন্তু কখনও কি ভেবেছেন, একটি রুক্ষ ও সাধারণ পাথর কীভাবে এক অনন্য শিল্পকর্মে পরিণত হয়?

১. সঠিক পাথর নির্বাচন

প্রক্রিয়াটি শুরু হয় উপযুক্ত পাথর নির্বাচন করার মাধ্যমে। পাথরটি অবশ্যই শক্ত, মজবুত এবং ফাটল বা ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

গ্রানাইট এবং অন্যান্য টেকসই পাথর সাধারণত বেছে নেওয়া হয়, কারণ এগুলো সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকতে সক্ষম।

২. ভাস্কর্যের নকশা তৈরি

খোদাইয়ের কাজ শুরু করার আগে ভাস্কর কাগজে বিভিন্ন দিক থেকে—সামনের, পাশের এবং ওপরের দৃষ্টিকোণ থেকে—ভাস্কর্যের নকশা আঁকেন।

এরপর সেই নকশার মূল রেখাগুলো পাথরের ওপর চিহ্নিত করা হয়, যাতে মাথা, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথায় গঠন করা হবে তা নির্ধারণ করা যায়।

৩. প্রথম আঘাত — অপ্রয়োজনীয় অংশ অপসারণ

এই ধাপটিকে সাধারণত “নকিং আউট (Knocking Out)” বলা হয়।

হাতুড়ি ও ছেনি ব্যবহার করে ভাস্কর পাথরের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ধীরে ধীরে কেটে বা ভেঙে সরিয়ে দেন। শক্তিশালী ও নির্ভুল আঘাতের মাধ্যমে যা প্রয়োজন নয় তা সরিয়ে ফেলা হয়, এবং ধীরে ধীরে পাথরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মূল আকৃতিটি প্রকাশ পেতে শুরু করে।

৪. আকৃতি গঠন

এরপর ভাস্কর্যটিকে আরও নিখুঁত আকার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছেনি ব্যবহার করা হয়। ভাস্কর যখন অত্যন্ত যত্নসহকারে গঠনটি পরিমার্জন করেন, তখন ধীরে ধীরে হাত, পা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৫. সূক্ষ্ম খোদাই

এটাই সেই ধাপ, যেখানে ভাস্কর্যের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পেতে শুরু করে।

ছোট ছোট ছেনি দিয়ে চোখ, নাক, মুখ, কান এবং এমনকি পোশাকের ভাঁজের মতো সূক্ষ্ম অংশগুলো নিখুঁতভাবে খোদাই করা হয়। প্রতিটি কোমল স্পর্শ ভাস্কর্যের মধ্যে নতুন প্রাণ, স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য যোগ করে।

৬. মসৃণকরণ ও পালিশ

খোদাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পরও ভাস্কর্যটি কিছুটা অমসৃণ দেখায়।

এরপর বিভিন্ন মানের ঘষার পাথর ও স্যান্ডপেপার ব্যবহার করে ধীরে ধীরে এর পৃষ্ঠ মসৃণ করা হয়। সবশেষে এমনভাবে পালিশ করা হয় যে পাথরটি উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলমল করতে থাকে।

একটি শিক্ষণীয় ভাবনা বন্ধুরা, লক্ষ্য করেছ কি—একটি পাথরকে সুন্দর ভাস্কর্যে পরিণত হতে কত চাপ, আঘাত ও কষ্ট সহ্য করতে হয়?

প্রথম ধাপেই পাথর থেকে সেই সব অংশ সরিয়ে ফেলা হয়, যা তার প্রয়োজন নয়। হাতুড়ির আঘাত শক্ত হয়, ছেনি গভীরভাবে কেটে যায়। কিন্তু এই বেদনাদায়ক আঘাতগুলো পাথরটিকে ধ্বংস করার জন্য নয়—বরং ভাস্করের কল্পনায় থাকা এক অনন্য শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করার জন্য।

ঠিক যেমন একজন ভাস্কর এমন একটি পাথর বেছে নেন, যা এই পুরো প্রক্রিয়া সহ্য করতে সক্ষম, তেমনি ঈশ্বরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেককে নির্বাচন করেছেন। তিনি জানেন, কঠিন পরিস্থিতি, দুঃখ-কষ্ট এবং জীবনের প্রবল চাপের মধ্য দিয়েও আমরা ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে পারি, সব বাধা অতিক্রম করতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যেমন মানুষ হিসেবে আমাদের দেখতে চান, তেমন মানুষে পরিণত হতে পারি।

জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আমাদের চরিত্র গঠন করে। প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের বিশ্বাসকে আরও পরিশুদ্ধ করে। প্রতিটি চাপ আমাদের ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত করে।

তাই মনে রাখবে:চাপ তোমাকে ভেঙে ফেলার জন্য নয়—বরং তোমাকে আরও শক্তিশালী, পরিণত ও মূল্যবান করে গড়ে তোলার জন্য।

আগামী মাসে আবার দেখা হবে!

ঈশ্বরের জনগণের জন্য এক নতুন সূচনা — ঈষ্রা, নহিমিয় ও ইষ্টের

এই তিনটি বই খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮–৪৩০ সালের সময়কালকে তুলে ধরে, যখন পারস্য সাম্রাজ্যের শাসন চলছিল এবং বাবিলে ইহুদিদের নির্বাসনের পর তারা নিজ দেশে ফিরে আসে। যদিও জেরুজালেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ঈশ্বরের লোকেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবুও প্রভু তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

ঈষ্রা — উপাসনার পুনঃস্থাপন

ঈষ্রা বইটি রাজা কোরেশের আদেশে বাবিল থেকে জেরুজালেমে ইহুদি নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি বর্ণনা করে। প্রথমে জেরুব্বাবেলের এবং পরে যাজক ও শাস্ত্রজ্ঞ এজরার নেতৃত্বে জনগণ মন্দির পুনর্নির্মাণ করে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি তাদের অঙ্গীকার নতুন করে স্থাপন করে।

মূল বিষয়সমূহ:

- প্রকৃত উপাসনার পুনঃস্থাপন।
- ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আনুগত্য।
- আত্মিক নবীকরণ।
- কঠিন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা।
- ঈষ্রা শিক্ষা দেন যে, একটি শহর পুনর্নির্মাণের চেয়েও ঈশ্বরের জনগণের আত্মিক জীবন পুনর্গঠন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নেহেমিয়াহ — প্রাচীর পুনর্নির্মাণ

জেরুজালেমের ভগ্নপ্রাচীর পুনর্নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার আগে নেহেমিয়াহ পারস্যের রাজার পানপাত্রবাহক (Cupbearer) হিসেবে কাজ করতেন। শত্রুদের বিরোধিতা, নিরুৎসাহ এবং অবিরাম হুমকির মধ্যেও তিনি প্রার্থনা, প্রজ্ঞা এবং অটল দৃঢ়তার মাধ্যমে জনগণকে নেতৃত্ব দেন।

মূল বিষয়সমূহ:

- নেতৃত্ব ও অধ্যবসায়।
- প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা।
- ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে ঐক্য।
- এক অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে পুনর্নির্মাণ।
- এই বই দেখায় যে, ঈশ্বর ইচ্ছুক ও নিবেদিত সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন।

ইষ্টের — বিদেশের মাটিতে ঈশ্বরের জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ

ইষ্রা ও নহিমিয়ার গল্প যেখানে যিরূশালেমকে কেন্দ্র করে, সেখানে ইষ্টেরের কাহিনি পারস্য সাম্রাজ্যে সংঘটিত হয়। একজন অনাথ ইহুদি কন্যা, যিনি পরবর্তীতে রাণী হন, তিনি রাজা অহশ্বেরোশের (জার্কসিস প্রথম) শাসনামলে নিজের জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন।

ইষ্টের বইটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে ঈশ্বরের নাম সরাসরি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, তবুও প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই তাঁর ঐশ্বরিক পরিচালনা ও হস্তক্ষেপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মূল বিষয়সমূহ

- ঈশ্বরের অদৃশ্য পরিচালনা।
- সাহস ও বিশ্বাস।
- তাঁর জনগণের উদ্ধার।
- ইষ্টের আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, ঈশ্বর যখন নীরব বলে মনে হয়, তখনও তিনি নেপথ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

এটি মনে রাখুন

ইষ্রা, নহিমিয়া এবং ইষ্টের—এই তিনটি গ্রন্থ একসঙ্গে আমাদের সামনে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কার্য প্রকাশ করে।

- ইষ্রা মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।
- নহিমিয় যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।
- ইষ্টের ঈশ্বরের জনগণকে রক্ষা করেছিলেন।

পরিস্থিতি যতই ভগ্ন, বিশৃঙ্খল বা হতাশাজনক মনে হোক না কেন, এই গ্রন্থগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর উপাসনা পুনঃস্থাপন করতে, ভেঙে যাওয়া জীবন পুনর্গঠন করতে এবং তাঁর মহান উদ্দেশ্যের জন্য তাঁর জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম।

যখন ঈশ্বর কাজ করেন, তখন ধ্বংসস্তূপ পুনরুদ্ধারে পরিণত হয়, ভয় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ তাঁর বিশ্বস্ততার জীবন্ত সাক্ষ্যে পরিণত হয়।

যোষেফ: ঈশ্বরের অনুগ্রহে চিহ্নিত একটি জীবন

পরিবারে অনুগ্রহ

যাকোবের বৃদ্ধ বয়সে জন্ম নেওয়া পুত্র হওয়ায় যোসেফ তাঁর সকল ভাইয়ের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। সেই ভালোবাসার দৃশ্যমান প্রকাশ হিসেবে যাকোব তাঁকে একটি সুন্দর অলঙ্কৃত পোশাক উপহার দিয়েছিলেন। (আদিপুস্তক ৩৭)

দাসত্বেও অনুগ্রহ

মিশরে পোতীফরের গৃহে দাস হিসেবে থাকলেও প্রভু যোসেফের সঙ্গে ছিলেন। তিনি যা কিছু করতেন, তাতেই সফলতা লাভ করতেন। যোসেফের প্রতি আস্থা ও অনুগ্রহের কারণে পোতীফর তাঁর সমগ্র গৃহের দায়িত্ব যোসেফের হাতে অর্পণ করেছিলেন।

কারাগারে অনুগ্রহ

মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেও ঈশ্বর যোসেফকে ত্যাগ করেননি। প্রভু তাঁকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করিয়েছিলেন। ফলে কারাগারের মধ্যেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

ফরাউনের সামনে অনুগ্রহ

ফরাউনের স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পর যোসেফকে মিশরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক হিসেবে উন্নীত করা হয়। একজন প্রাক্তন দাস ও বন্দি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে একটি জাতির শাসনভার গ্রহণ করেন। (আদিপুস্তক ৪১)

দানিয়েল: একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন

ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ

দানিয়েল ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করেছিলেন। এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহই তাঁকে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিল। (দানিয়েল ১:৯)

অশ্পনসের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ

ঈশ্বর রাজকর্মচারীদের প্রধান অশ্পনসের হৃদয়ে দানিয়েলের প্রতি অনুগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে দানিয়েল রাজার খাদ্য গ্রহণ করে নিজেকে অপবিত্র না করেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছিলেন।

রাজা নবূখদ্‌নেজরের সামনে অনুগ্রহ

রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর দানিয়েল তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে নবূখদ্‌নেজরকে বিস্মিত করেছিলেন। রাজা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও কর্তৃত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করেন এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন।

রাজা দারিয়াবেশের সামনে অনুগ্রহ

যদিও দানিয়েলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তবুও রাজা দারিয়াবেশ তাঁকে গভীর সম্মান ও স্নেহ করতেন। যখন দানিয়েলকে সিংহের গুহায় নিক্ষেপ করা হয়, তখন রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। পরে ঈশ্বর অলৌকিকভাবে দানিয়েলকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে আরও উচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় উন্নীত করেন।

রূথ: ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের একজন প্রাপক

বোয়াজের কাছ থেকে অনুগ্রহ

রূথের আত্মীয়-উদ্ধারকর্তা বোয়াজ তাঁর প্রতি অসাধারণ দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি রূথকে তাঁর ক্ষেতে শস্য কুড়াতে অনুমতি দেন, তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং ভালোবাসা ও উদারতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আহারও ভাগ করে নেন।

ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ

রূথ তাঁর মোয়াবীয় পরিচয়কে পিছনে ফেলে নওমীর সঙ্গে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার কারণে তিনি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং যীশু খ্রিষ্টের বংশপরম্পরার অংশ হওয়ার আশীর্বাদ লাভ করেন।

বেথলেহেমের মানুষের মধ্যে অনুগ্রহ

একজন মোয়াবীয় নারী হিসেবে রূথ হয়তো প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সততা, নম্রতা এবং স্নেহপূর্ণ চরিত্র বেথলেহেমের মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান অর্জন করেছিল।

নওমীর কাছ থেকে অনুগ্রহ

নওমী রূথের জন্য সান্ত্বনা, দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহের উৎস হয়ে উঠেছিলেন। একজন স্নেহময়ী মায়ের মতো তিনি দুঃখ-কষ্টের সময়ে রূথকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বদা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইষ্টের: ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে মনোনীত

রাজা অহশ্বেরোশের সামনে অনুগ্রহ

সমস্ত নারীর মধ্যে ইষ্টের রাজা অহশ্বেরোশের দৃষ্টিতে বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ তাঁকে রাণী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

হেগয়ের কাছ থেকে অনুগ্রহ

নারীদের তত্ত্বাবধায়ক রাজার প্রধান কর্মকর্তা হেগয় ইষ্টেরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি ইষ্টেরকে সর্বোত্তম সৌন্দর্যচর্চার ব্যবস্থা, পরিচারিকা এবং বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রদান করেছিলেন। (ইষ্টের ২:৯)

সকলের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ

যারা ইষ্টেরকে দেখত, তারা সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। তাঁর বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়েও তাঁর নম্রতা ও উত্তম চরিত্র মানুষের হৃদয় জয় করেছিল। (ইষ্টের ২:১৫)

মর্দখয়ের মাধ্যমে অনুগ্রহ

যদিও ইষ্টের একজন অনাথ ছিলেন, তবুও তিনি মর্দখয়ের স্নেহময় যত্ন ও সুরক্ষার মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁদের পারস্পরিক আনুগত্য, ঈশ্বরভক্ত চরিত্র এবং ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যে প্রভাব ও সম্মানের উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি

বন্ধুরা, শুভেচ্ছা! আশা করি গত মাসের "ডিটক্স" বিষয়ক নিবন্ধটি আপনাদের জন্য সত্যিই উপকারী হয়েছে। এই মাসে চলুন শিখি—কীভাবে ভয় ও উদ্বেগ থেকে নিজেদের মুক্ত (ডিটক্স) করা যায়।

ভয় ও উদ্বেগ মানুষের মন ও আত্মা—উভয়কেই গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিপদের মুখোমুখি হলে ভয় একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যখন সেই ভয়ের সঙ্গে উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তখন তা আমাদের মনের শান্তি, আনন্দ, ঘুম এবং আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়। ঈশ্বর কখনোই চান না আমরা ভয়ের দাসত্বে জীবনযাপন করি। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতেও তিনি আমাদের তাঁর ঐশ্বরিক শান্তি অনুভব করার জন্য আহ্বান জানান।

বেশিরভাগ সময় ভয়ের উৎস হয় ভবিষ্যৎ, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্থিতিশীলতা, সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ভয় আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক জীবন—উভয়ের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ভয়কে জয় করার প্রথম পদক্ষেপ হলো ভয়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

সহনশীলতা (Resilience) গড়ে তোলা

সহনশীলতা হলো প্রতিকূলতার মধ্যেও আবার উঠে দাঁড়ানোর এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। এটি গড়ে ওঠে— প্রার্থনার মাধ্যমে, ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার মাধ্যমে, সহায়ক ও উৎসাহদায়ক সম্পর্কের মাধ্যমে, কৃতজ্ঞতার মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে, এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুসরণ করার মাধ্যমে।

প্রতিটি চ্যালেঞ্জই আমাদের বিশ্বাস ও চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করার একটি সুযোগ হয়ে উঠতে পারে।

প্রার্থনা এবং ব্যবহারিক পদক্ষেপ

প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করেছেন যেন তারা প্রত্যেক উদ্বেগ প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। প্রার্থনা আমাদের এমন সব বোঝা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করে, যেগুলো আমরা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

প্রার্থনার পাশাপাশি নিচের ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলোও আমাদের সাহায্য করতে পারে:

আপনার দুশ্চিন্তাগুলো একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করে নিন।

পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্যের মতো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বজায় রাখুন।

অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বা নেতিবাচক তথ্যের সংস্পর্শে আসা সীমিত করুন।

সম্ভাব্য প্রতিটি ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে, একদিন করে জীবনযাপনে মনোযোগ দিন।

অনিশ্চিত সময়ে ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখা

জীবন নানা অনিশ্চয়তায় পূর্ণ, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা বিশ্বস্ত। যখন আমরা তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণ করি, তাঁর মঙ্গল ও দয়া নিয়ে চিন্তা করি, এবং আমাদের সব ভয় ও উদ্বেগ তাঁর হাতে সমর্পণ করি, তখন আমাদের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

বিশ্বাস মানে এই নয় যে জীবনে আর কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না; বরং বিশ্বাস হলো এই আস্থা রাখা যে, আমরা সবকিছু না বুঝলেও ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন।

পরামর্শ

আজ আপনার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তাটি লিখে রাখুন। সেটি নিয়ে নির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং তাঁর হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করুন।

এছাড়াও, বাইবেল থেকে এমন একটি প্রতিশ্রুতি লিখুন যা আপনাকে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রার্থনা

হে প্রভু, আমি আমার সব ভয় ও উদ্বেগ আপনার সামনে নিয়ে আসছি। আপনার শান্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ করুন। জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে যেন আমি আপনার ওপর ভরসা করতে পারি, সেই শক্তি দিন। প্রতিটি দিন যেন আমি বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি, আমাকে শক্তিশালী করুন।

মিশনারির জীবনী

জন ভিনসন ১৮৮০ সালের ২৮ ডিসেম্বর উইন্সবোরো শহরে এক ধার্মিক খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একজন গির্জার প্রবীণ (Church Elder) ছিলেন এবং একটি মিশন সানডে স্কুল পরিচালনা করতেন। ছোটবেলা থেকেই জন এমন একটি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন যেখানে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ এবং সক্রিয় খ্রীষ্টান সেবাকাজ ছিল দৈনন্দিন জীবনের অংশ।

নিকটবর্তী একটি কলেজে পড়াশোনা করার সময় তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন, যখন দেখেন অনেক শিক্ষার্থী চীন ও আফ্রিকার মতো দেশে মিশনারি হিসেবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবার জন্য এক গভীর আহ্বান সৃষ্টি করে। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তিনি "Let Us Evangelize the World" (চলুন আমরা পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করি) নামের একটি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নিজের জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের মিশনের জন্য সমর্পণ করেন।

প্রথমে তিনি আফ্রিকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরে তাঁকে চীনে পাঠানো হয়। ১৯০৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, তিনি চীনের উত্তর কিয়াংসু (North Kiangsu) অঞ্চলের সুটসেইন (Sutsein)-এ একজন মিশনারি হিসেবে পৌঁছান। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা শিখে নেন এবং নানা কষ্টের মধ্যেও তাঁর সেবাকাজ শুরু করেন।

তিনি মিস জিনি ডিফরেস্ট জাঙ্কিন-কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন একজন কোমল হৃদয়ের আমেরিকান মিশনারি। তিনি একবার বলেছিলেন—"যদি পৃথিবীর সব মানুষ শিশুদের মতো হতো, তবে এই পৃথিবী স্বর্গের মতো হয়ে যেত।"

তাদের ছয়টি সন্তান ছিল, যদিও তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তারা একসঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং সুসমাচার প্রচার করতেন।

তবে তাঁদের জীবন মোটেও সহজ ছিল না। জন ও জিনি দুজনেই গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হন। ১৯২৩ সালে, কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর জিনি মারা যান। স্ত্রী ও সন্তানদের হারানোর গভীর শোকের মধ্যেও জন ভিনসন কখনও ঈশ্বরকে দোষারোপ করেননি। বরং তিনি বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

শারীরিক দুর্বলতা ও একাকীত্ব তাঁকে ঘিরে থাকলেও চীনে তাঁর সেবাকাজ কখনো থেমে যায়নি। তিনি হেঁটে, নৌকায়, ঘোড়ায় এবং গাড়িতে করে বিভিন্ন গ্রামে যেতেন এবং সুসমাচার প্রচার করতেন। তিনি ছোট তাঁবুতে, কাঁচা মাটির ঘরে এবং গাছের নিচে মানুষদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতেন।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সহজ, কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী:

"যদি একজন মানুষ খ্রীষ্টীয় কাছে আসে, তাহলে একটি পরিবার বদলে যায়; আর যদি একটি পরিবার বদলে যায়, তাহলে একটি গ্রাম রূপান্তরিত হয়।"

এমনকি রাজনৈতিক অস্থিরতায় যখন তাঁর বাড়ি ও সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেল, তখনও তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমার জিনিসপত্র হয়তো পুড়ে গেছে, কিন্তু আমার আহ্বান (ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার দায়িত্ব) পুড়ে যায়নি!" এরপর তিনি আবারও সম্পূর্ণভাবে নিজেকে খ্রীষ্টীয় সেবাকাজে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩১ সালে, চীনের ইয়াংজিয়াজিয়ে গ্রামের একটি খ্রীষ্টীয় গির্জায় অবস্থানকালে, প্রায় ৬০০ জন দস্যু সেই অঞ্চলে হামলা চালায় এবং জন ভিনসন-সহ অনেককে বন্দী করে। সরকার বাহিনী তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলে তিনি অনুরোধ করেন,

দস্যুদলের নেতা তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,
"তুমি কি ভয় পাচ্ছ না?"

জন শান্তভাবে উত্তর দিলেন,
"না, আমি ভয় পাচ্ছি না।"

"এখনও না? আমি তো এখনই তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। তবুও কি তুমি ভয় পাচ্ছ না?"

এটি কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয়; এটি একটি বাস্তব ঘটনা, যা ১৯৩১ সালের ২ নভেম্বর, চীনের উত্তর কিয়াংসু অঞ্চলে ঘটেছিল।

অটল শান্তি নিয়ে জন ভিনসন উত্তর দিলেন,

"না, আমি ভয় পাচ্ছি না। তুমি যদি আমাকে হত্যা করো, তবে আমি সরাসরি আমার ঈশ্বরের কাছে চলে যাব।"

এই কথাগুলো তাঁর অটুট বিশ্বাস এবং অনন্ত আশার পরিচয় বহন করে। পরবর্তীকালে তাঁর সাক্ষ্য বহু দেশের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। এরপর জন ভিনসনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, এবং পরে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

প্রিয় তরুণ পাঠকবৃন্দ, জন ভিনসনের মৃত্যু তাঁর জীবনের চেয়েও জোরালোভাবে কথা বলে। তাঁর জীবন ছিল আত্মত্যাগ, ভালোবাসা, সহনশীলতা এবং অবিচল বিশ্বাসের এক জীবন্ত সাক্ষ্য। তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তা শুধু কথার মাধ্যমে নয়, তাঁর জীবন দিয়েও প্রকাশ পেয়েছিল।

ঈশ্বরের আহ্বানে অবিচল থেকে কষ্টের মধ্যেও তাঁর দৃঢ়তা আজকের প্রজন্মের জন্য এক শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ও অনুপ্রেরণা।

আজ একটু ভেবে দেখুন—আপনি কীসের ভয় পান?

জন ভিনসনের জীবন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করুক।

এসো, আমরা প্রার্থনা করি!!

জুলাই ২০২৬

ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য

১৮–২৯ বছর বয়সী লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar এবং YouTube-এর মতো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য ঘণ্টা কাটায়। অতিরিক্ত সময় ধরে একটানা অনুষ্ঠান বা ভিডিও দেখা (বিঞ্জ-ওয়াচিং) সময় ব্যবস্থাপনা, মানসিক সুস্থতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন তরুণ-তরুণীরা অস্বাস্থ্যকর মিডিয়া-আসক্তি থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের সময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করতে শেখে।

কে-পপ ও কে-ড্রামার প্রতি অস্বাস্থ্যকর আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য

অনেক কিশোর-কিশোরী প্রতিদিন দীর্ঘ সময় কে-পপ ও কে-ড্রামা সংস্কৃতিতে নিমগ্ন থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এর ফলে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, মানসিক কষ্ট, আত্মপরিচয় নিয়ে সংকট এবং তারকাদের জীবনধারা ও বাহ্যিক রূপ অনুকরণ করার অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন তরুণ-তরুণীরা খ্রিস্টে তাদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পায় এবং সব ধরনের অস্বাস্থ্যকর আসক্তি থেকে মুক্ত হয়।

যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের জন্য

প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তি গ্রহণ করছে এবং পুনর্গঠনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছেন এবং অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন যারা চাকরি হারিয়েছেন তারা আশা না হারান, ঈশ্বর তাদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন এবং এই কঠিন সময়ে তাদের শান্তি দান করেন।

ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইরত শিশুদের জন্য

প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। আসুন আমরা লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, নিউরোব্লাস্টোমা, হাড়ের ক্যান্সার, থাইরয়েড ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর যেন তাদের আরোগ্য, শক্তি, যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ এবং তাদের পরিবারের জন্য সান্ত্বনা দান করেন।

মানব পাচার প্রতিরোধ বিশ্ব দিবস (৩০ জুলাই)

শিশু ও তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে মেয়েরা, মানব পাচারের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিকারদের মধ্যে অন্যতম। অনেককে জোরপূর্বক শ্রম, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং অনলাইন যৌন শোষণের মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়। আসুন আমরা তাদের উদ্ধার, সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং মানব পাচারের প্রতিটি চক্র উন্মোচিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করি।

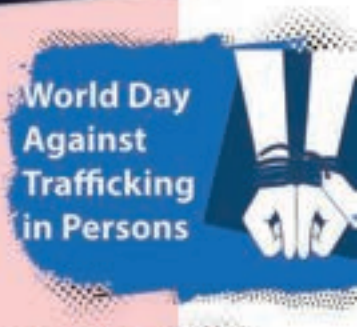

শিশুদের সুরক্ষার জন্য

আসুন আমরা কন্যাশিশু হত্যা এবং শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার অবসানের জন্য প্রার্থনা করি। যারা এসব কাজে জড়িত, তারা যেন অনুতপ্ত হয়; আইন যেন কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়; এবং এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। পথশিশুরা যেন স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়, তার জন্যও প্রার্থনা করি। যিশু খ্রিস্টের নামে শিশুদের জীবন ধ্বংস করার প্রতিটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিশুদের স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার জন্য

বিশ্বজুড়ে অনেক শিশু এখনও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব, টিকাদানের ঘাটতি, অপুষ্টি এবং প্রতিরোধযোগ্য রোগের কারণে কষ্ট পাচ্ছে। আসুন আমরা শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার জন্য, উন্নত চিকিৎসাসেবার সুযোগ, উন্নত পুষ্টি এবং শিশুদের সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করি।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তির জন্য

রাশিয়া ও ইউক্রেনের চলমান সংঘাত অসংখ্য পরিবার, অর্থনীতি এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আসুন আমরা যুদ্ধের অবসান, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে আরোগ্য, পুনর্মিলন ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রার্থনা করি।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণে অনেক শিশু সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন সরকার, বিভিন্ন সংস্থা এবং সমাজ একসঙ্গে কাজ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

শেষ সময়ে আত্মিক জাগরণের জন্য

শেষ সময়ের লক্ষণগুলো যেমন ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন গির্জাগুলো, শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ঈশ্বরের এক সত্যিকারের আত্মিক জাগরণ ঘটে। যেন কোনো আপস ছাড়াই পুনর্জাগরণ ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের হৃদয় প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

“ধার্মিক ব্যক্তির প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকর।”

— যাকোব ৫:১৬

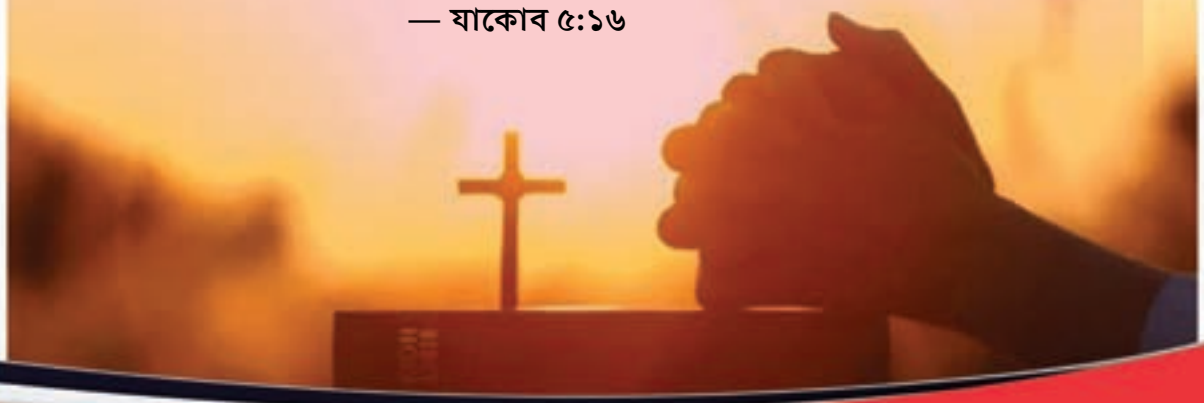

সৌন্দর্য বনাম পরিচয়

Heart Beat

আমি পিএইচ.ডি. সম্পন্ন করেছি এবং বর্তমানে একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি। আমার বয়স ৩২ বছর, এবং আমি বিয়ের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু যখনই মানুষ আমার ছবি দেখে, তখনই অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আজকাল মনে হয় শিক্ষা, চরিত্র এবং ভালো কর্মজীবনের আর কোনো মূল্য নেই—শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই যেন সবকিছু।

আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই আমাকে তাদের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, "ম্যাডাম, আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে!" আমি তাদের জন্য খুশি হলেও, মাঝে মাঝে বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে কষ্ট দেয়। এমনকি আমার বাবা-মাও বলেন, "তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিজের সংসার করো। তোমার ছোট বোনের ভবিষ্যতের জন্য বোঝা হয়ে থেকো না।"

এসব কথা আমাকে আমার জীবন নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে। অবিবাহিত থাকার কষ্ট এক বিষয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয় যখন দেখি আমার স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। আমার স্বপ্ন একদিন একটি কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া এবং এমন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা অনেক মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। সেই স্বপ্নগুলো কি কখনো পূরণ হবে? কেন আমি এই সমস্ত কষ্ট বহন করে চলব?

— রোশিনি, উটি।

প্রিয় রোশিনি,

প্রথমেই, তোমার অনুভূতিগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি যে কষ্ট বহন করছ, তা বাস্তব। যাদের কাছ থেকে তুমি উৎসাহ ও সমর্থন আশা করো, তারা যখন এমন কথা বলে যা তোমার হৃদয়কে আঘাত করে, তখন নিজেকে প্রত্যাখ্যাত, একাকী এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে চাই:

- তোমার মূল্য কোনো ছবির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না।
- কোনো বিয়ের প্রস্তাব তোমার মর্যাদা নির্ধারণ করে না।
- মানুষের মতামতের মধ্যে তোমার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবী হয়তো বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর কখনো তা করেন না।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, তুমি নিজেকে প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেছ। যখন অনেক মানুষ বারবার "না" বলে, তখন আমরা ভাবতে শুরু করি যে আমাদের মধ্যেই নিশ্চয় কোনো সমস্যা আছে। কিন্তু এটাই সত্য নয়।

চলুন চিন্তার ধরণ বদলাই

"আমার এখনও বিয়ে হচ্ছে না কেন?"—এই প্রশ্ন করার পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করো.

"দেখো, ঈশ্বর আমাকে ইতিমধ্যে কত দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন!" একবার ভেবে দেখো:

- তুমি পিএইচ.ডি. সম্পন্ন করেছ।
- তুমি একজন কলেজের অধ্যাপক হয়েছ।
- প্রতিদিন তুমি অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছ।
- তোমার স্বপ্ন শুধু নিজের জন্য নয়, আরও অনেক বড়।
- তুমি শিক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য নারীদের সাহায্য করতে চাও।

এটি ব্যর্থতা নয়। এটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর আপনার সম্পর্কে কী বলেন?

গীতসংহিতা ১৩৯:১৪ বলে: "আমি ভয়ংকররূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত হয়েছি।"

- ঈশ্বর আপনাকে ভুলবশত সৃষ্টি করেননি।
- আপনি কোনো ভুল নন।
- আপনি অন্যদের চেয়ে কম নন।
- "অবিবাহিত, তাই অসফল"—এটি আপনার পরিচয় নয়।
- ঈশ্বর আপনাকে আশ্চর্যরূপে সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিকে নজর দেয়। কিন্তু ঈশ্বর আরও গভীর কিছু দেখেন। ১ পিতর ৩:৪ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত সৌন্দর্য একটি নম্র ও শান্ত আত্মায় পাওয়া যায়—যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান।

রোশিনি, ঈশ্বর আপনাকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ভালো গুণে সমৃদ্ধ করেছেন। সেজন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করুন।

আপনি নিজের মধ্যে যে সৌন্দর্য হয়তো দেখতে পান না

আপনি কোমল হৃদয়ের মানুষ
আপনি অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তবুও আপনি আপনার বাবা-মাকে ভালোবাসেন। এটি আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আপনি ধৈর্যশীল
অনেক মানুষ চাপের মুখে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু আপনি অপেক্ষা করার পথ বেছে নিয়েছেন।

আপনি শক্তিশালী
জীবন কঠিন ছিল বলে আপনি পড়াশোনা ছেড়ে দেননি। আপনি সব বাধা অতিক্রম করে পিএইচডি অর্জন করেছেন।

আপনি দৃঢ় ও সহনশীল
হতাশা সত্ত্বেও আপনি এখনও স্বপ্ন দেখছেন, আশা রাখছেন এবং সামনে এগিয়ে চলেছেন।

আপনার বড় লক্ষ্য রয়েছে
আপনি শুধু নিজের সফল জীবন চান না—আপনি এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান যা অন্যদের সফল হতে সাহায্য করবে। এটি সত্যিই একটি সুন্দর স্বপ্ন।

কিছু বাস্তবসম্মত পরামর্শ

- শুধু সময় চলে যাচ্ছে বলে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করবেন না। চাপের মধ্যে নেওয়া সিদ্ধান্ত কখনও কখনও আজীবনের অনুশোচনার কারণ হতে পারে। ঈশ্বরের সময়ের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং ধৈর্য ধরুন।
- আপনার বাবা-মায়ের সঙ্গে শান্তভাবে ও আন্তরিকভাবে কথা বলুন। পারিবারিক চাপ কমাতে চাইলে আপনি প্রস্তাব দিতে পারেন যে আগে আপনার ছোট বোনের বিয়ে সম্পন্ন হোক, তারপর আপনার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।
- যদি বাড়ির পরিস্থিতি মানসিকভাবে খুব ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে এবং আপনার বাবা-মা এতে সম্মত হন, তাহলে নিরাপদ কোনো মহিলা হোস্টেল বা পেয়িং গেস্ট আবাসনে থাকার কথা ভাবতে পারেন। কখনও কখনও একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আপনাকে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে, মানসিকভাবে সুস্থ হতে এবং ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দিতে সাহায্য করে।
- আপনার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে নিন। বিশ্বাস রাখুন, তিনি জানেন আপনার জন্য কে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সঠিক সময় কখন।
- আশা হারাবেন না। হতাশাকে কখনও সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস রাখুন, ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা ও সময় অনুযায়ী আপনার বিয়েও হবে।
- ততদিন পর্যন্ত একজন অধ্যাপক হিসেবে আপনার সর্বোচ্চটা দিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলুন, নিজের কর্মজীবনে উন্নতি করুন এবং ঈশ্বর যে সুযোগগুলো ইতিমধ্যে আপনাকে দিয়েছেন, সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করুন।

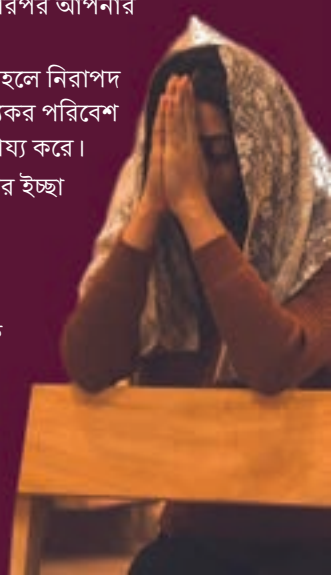

আপনার জন্য আন্তরিক শুভকামনা, ভবিষ্যতের অধ্যক্ষ (Principal) রোশিনি!

অসাধারণ সাফল্য!!!

আজ আমরা পরিচিত হব এবেনেজার-এর সঙ্গে—একজন সাধারণ পরিবারের মেধাবী ছাত্রী, যিনি ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রজ্ঞাকে তাঁর মহিমার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ তিনি শিক্ষাজীবনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আপনার পরিবার ও শৈশব সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

আমি আমার পরিবারের সঙ্গে আমার নিজ শহর পাভূরচাত্রাম, তেঙ্কাসি জেলায় বসবাস করি। আমি মি. আসির জয়কুমার এবং মিসেস জানসি রানি-র একমাত্র কন্যা।

যদিও আমার বাবা-মা একটি ঐতিহ্যবাহী খ্রীষ্টান পরিবার থেকে এসেছিলেন, তখনও তাঁদের যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। তবে ছোটবেলা থেকেই তাঁরা আমাকে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধে বড় করে তুলেছেন।

খুব অল্প বয়স থেকেই আমি বাইবেলের পদ পড়তে এবং খ্রীষ্টীয় গান গাইতে ভালোবাসতাম। বিভিন্ন গির্জা আয়োজিত বাইবেলভিত্তিক প্রতিযোগিতায় আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি এবং বহু পদক ও সনদ অর্জন করেছি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি আমার পুরো শিক্ষাজীবনে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করে এসেছি।

আপনি বলেছিলেন, আপনার বাবা-মা খ্রীষ্টান পরিবার থেকে এলেও প্রকৃত অর্থে যীশুকে চিনতেন না। তাহলে কি আপনারা কেবল নামেই খ্রীষ্টান ছিলেন?

হ্যাঁ, এভাবে বলা যায়। আমার বাবার চাকরির কারণে আমরা পরিবারসহ তিরুপ্পুর শহরে বসবাস করতাম। সেখানে আমরা নিয়মিত একটি ভালো আধ্যাত্মিক গির্জায় যেতাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউই তখন পর্যন্ত প্রকৃত পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি।

পরে আমার মা-ই আমাদের পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করেন। সেই দিন থেকে তিনি প্রতিদিন আমার মাথায় এবং আমার বাবার মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করতেন । তার প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে সুরু করি যীশু খ্রীষ্ট আসলে কে আর তার ভালোবাসা ।

...যে আমার বাবাও যীশুকে তাঁর ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি আমাদের নিজ শহরে দৈনিক মজুরির শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

এরপর কি আপনি সঙ্গে সঙ্গেই যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন?

না, সঙ্গে সঙ্গে নয়। কয়েক মাস পরে, যে কোম্পানিতে আমার বাবা কাজ করতেন, সেখানে সমস্যার কারণে তিনি চাকরি হারান। ফলে আমাদের পরিবারকে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হয়।

আমার মা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন, কারণ আমাদের সেই আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ গির্জা এবং যে নামকরা বিদ্যালয়ে আমি পড়াশোনা করতাম—দুটিই ছেড়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর ঈশ্বর আমাদের জন্য আরেকটি ভালো গির্জার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তবে আমার পড়াশোনার ব্যাপারে সবকিছু আমাদের প্রত্যাশামতো হয়নি। আমাকে গ্রামের একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়েছিল, যা আমার মাকে খুবই হতাশ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, "আমি এমন একটি স্থান থেকে তোমার কন্যাকে উন্নত করব, যেখানে কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করে আমার বাবা-মা আমাকে সেই বিদ্যালয়েই ভর্তি করিয়ে দেন।

এই সময়েই আমার বাবাও যীশুকে তাঁর ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আমাদের নিজ শহরে দৈনিক মজুরির শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

যীশুকে গ্রহণ করার পর আপনার পরিবারের অবস্থা কেমন ছিল?

আমাদের পরিবারে শান্তি এসেছিল, কিন্তু আর্থিকভাবে আমরা খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমার স্কুলের বেতন (ফি) পরিশোধ করতে আমার বাবা-মাকে অনেক কষ্ট করতে হতো। একবার ফি পরিশোধ না হওয়ায় বিদ্যালয়ে আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছিল। আমি ভেঙে পড়ে বাড়ি ফিরে এলাম এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম।

অলৌকিকভাবে প্রভু আমাদের স্কুলের ফি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই অভিজ্ঞতা আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল এবং আমাকে আরও গভীরভাবে ঈশ্বরের ওপর ভরসা করতে শিখিয়েছিল।

আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা সম্পর্কে আমাদের বলুন।

করোনা লকডাউনের সময় আমি "Come Let's Pray" অনুষ্ঠানটি দেখা শুরু করি এবং দেশের জন্য মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি।

আমি ২১ দিনের দানিয়েল উপবাস প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি এবং উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য খুঁজে সময় কাটাই।

সেই সময়ে আমি এবং আমার বন্ধুরাও সুসমাচার প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলাম। আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে সুসমাচারের বার্তা পৌঁছে দিতে ট্র্যাক্ট (সুসমাচারপত্র) বিতরণ করতাম।

আপনার শিক্ষাজীবনের যাত্রা সম্পর্কে আমাদের বলুন।

আমি সবসময়ই পড়াশোনা ভালোবাসতাম এবং শিক্ষাজীবনে কঠোর পরিশ্রম করেছি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি জেলা-স্তরের রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করি।

অনেক বছর ধরে আমি বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগেছি এবং নিয়মিত ওষুধ খেতে হতো। নালুমাভাডিতে অনুষ্ঠিত একটি প্রার্থনা সভায় আমি ঈশ্বরের আরোগ্যদায়ক স্পর্শ অনুভব করি এবং সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করি।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুবই কম ছিল। এমনকি সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করলেও আমার শ্বাসকষ্ট হতো, এবং প্রায়ই জ্বরে ভুগতাম।

এই কঠিন সময়েই আমি ২০২৪ সালে প্রেয়ার মাউন্টেন-এ অনুষ্ঠিত Achievers Meeting-এ অংশগ্রহণ করি। সেখানে ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং আমার সমস্ত ভয় দূর করে দেন। সেই সময় থেকে আমি প্রতিদিন এই ঘোষণা করে প্রার্থনা করতাম—

“যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি সবকিছু করতে সক্ষম।”

তামিল ও ইংরেজি বোর্ড পরীক্ষার সময় আমি তীব্র জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। ওষুধ খেয়ে সরাসরি পরীক্ষার হলে যেতে হতো। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং আমি দশম শ্রেণিতে ৪৯৬ নম্বর পেয়ে জেলা-স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরে আমি উচ্চমাধ্যমিকে গণিত–জীববিজ্ঞান (Maths–Biology) বিভাগ নির্বাচন করি।

দ্বাদশ শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষার সময় প্রায় দুই মাস ধরে আমার অবিরাম কাশি ছিল এবং রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারতাম না। কিন্তু যীশু আমাকে সেই অসুস্থতা থেকেও মুক্তি দিয়েছিলেন।

ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি ২০২৬ সালের দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৫৬৪ নম্বর অর্জন করি। বর্তমানে আমি NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখছি।

আপনি তরুণ-তরুণীদের কী বলতে চান?

যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করি এবং সেই পথে চলার সিদ্ধান্ত নিই, তখন প্রভু আমাদের পাশে থাকেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা দান করেন।

সমস্যা, হতাশা কিংবা অসুস্থতাকে কখনোই তোমাকে নিরুৎসাহিত করতে দিও না। তুমি যখন ঈশ্বরের জন্য আন্তরিকভাবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে, তখন তোমার সবচেয়ে কঠিন সময়েও তিনিও তোমার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করো এবং তাঁর রাজ্যের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উঠে দাঁড়াও।

এই লেখা পড়ছে এমন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আমার আন্তরিক শুভকামনা— ঈশ্বর যেন তোমাদের এই শিক্ষাবর্ষে জেলা, রাজ্য এবং এমনকি জাতীয় স্তরেও সফলতা দান করেন।

সমাপনী বার্তা প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বর তোমাদের যে প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তা যদি তাঁর মহিমার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নাও, তবে তিনি যেমন বোন এবেনেজারকে উন্নত করেছেন, তেমনি তোমাদেরও উচ্চে তুলে ধরতে পারেন। তোমার পারিবারিক বা সামাজিক পটভূমি তোমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না। তোমার সংগ্রাম তোমার নিয়তি নির্ধারণ করে না। যখন ঈশ্বর তোমার জীবনের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু হন, তখন একটি সাধারণ জীবনও এক অসাধারণ সাক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। তাই বড় স্বপ্ন দেখো, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো, কঠোর পরিশ্রম করো, এবং তোমার সাফল্যের গল্প লেখার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে দাও!

যুব পুনর্জাগরণ সভা

ঈশ্বরের অনুগ্রহে, এপ্রিল মাসে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চারটি স্থানে এবং মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে বিশেষভাবে যুবকদের জন্য যুব পুনর্জাগরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১,৮২৫ জন যুবক-যুবতী উৎসাহের সঙ্গে এই সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তারা আত্মিক পুনর্জাগরণের দর্শন লাভ করেন এবং নিজ নিজ গির্জায় সেবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন। অনেক অংশগ্রহণকারীর জন্য এটি ছিল জীবন-পরিবর্তনকারী একটি অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর প্রথমবারের মতো অসংখ্য যুবক-যুবতীকে অভিষিক্ত ও উদ্দীপ্ত করেন, তাদের এমন এক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলেন যারা জাতির জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে এবং আত্মিক পুনর্জাগরণের জন্য মধ্যস্থতা করবে। এই সভাগুলো এমন একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে প্রভু শক্তিশালীভাবে বহু মানুষের জীবন স্পর্শ করেন এবং তাঁর রাজ্যের জন্য তাদের হৃদয়ে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন। এই সভাগুলোতে প্রভু তাঁর দাসদেরও শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেন। ঈশ্বরের বাক্য প্রচার, প্রার্থনা এবং আত্মিক আশীর্বাদ (Spiritual Impartation)-এর মাধ্যমে তারা সেবা করেন। এর ফলস্বরূপ, অনেক যুবক-যুবতী ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং খ্রিষ্টের জন্য নিজেদের গির্জা, সমাজ ও জাতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে ফিরে যান।

"একটি পুনর্জাগ্রত প্রজন্ম একটি জাতির রূপান্তরের শক্তিতে পরিণত হতে পারে।"